দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 AUG 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

118

# শিক্ষাঙ্গন

## বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস ডাইনিং ব্যবস্থা

কয়েকদিন আগে এক বন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে গিয়েছিলাম। মুসলিম জাগড়নের অগ্রনায়ক নবাব সলিমুল্লাহর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এ হলটি যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটিকে দেখলেই মুসলিম রেনেসাঁর পথিকৃত নবাব সলিমুল্লাহর আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস দিবালোকের ন্যায় ভেসে ওঠে। মুসলিম জাতি শিক্ষা-সভ্যতার হারানো গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোকে আবারো বর্তমান ইতিহাসের সাথে সংযোজিত করবে, হাত ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনে আবারো বিশ্ব সভ্যতার আদর্শ শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে. এ মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলনে ঝাপ দিয়েছিলেন যে মহান ব্যক্তিত্ব সাম্প্রদায়িকতার ঘৃনীত হিন্দু জাতীর প্রত্যক্ষ বিরোধিতা সত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নামক দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ স্থাপনের দুঃসাহসিক নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন যে ভাস্বর, তিনিই ছিলেন নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ। হলে ঢুকে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো। হলের মধ্যে ঢুকে বাম দিক হয়ে দ্বিতলের দক্ষিণ বারান্দা দিয়ে পশ্চিম দিকে যাচ্ছিলাম। সন্ধ্যে হয়েছে মাত্র ঘন্টাখানিক। এখনও অনেকেই রুমে ফেরেনি। নির্জন বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে এগুতেছিলাম, হঠাৎ রান্নার ঘ্রাণ আমার নাকে এসে লাগল। প্রথমে ভেবেছিলাম ডাইনিং হল থেকে ঘ্রাণ আসছে। কিন্তু ডাইনিং হল তো অনেক দূরে। এভাবে ভাবনা চিন্তার এক পর্যায়ে দেখতে পেলাম, নিকটেই রুমের মধ্যে এক কোণে ছাত্র বন্ধুরা ঘর্মাক্ত অবস্থায় হিটার জ্বালিয়ে পাক করছেন। বারান্দায় ভাতের মার ঝরাবস্থায় পাতিল রাখা আছে। খানিকটা এগুতেই এক রুমে মেসের ন্যায় বাবুর্চি পাক চালাচ্ছে। এভাবে প্রায় রুমেই খণ্ড খণ্ড ডাইনিং হলের ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি ছাত্রাবাসেই এ ধরনের রুমে পাকের ব্যবস্থা চলছে। মনে পরে জহুরুল হক হলের কথা। সেখানের বারান্দাও পাক ঘরে পরিণত হয়েছে।

এভাবে রান্না করা, বাজার করা, বাইরের বাবুর্চি ঠিক করা ইত্যাদি কাজে ছাত্র বন্ধুদের শিক্ষা জীবনের সময়ের বিরাট অংশ চলে যাচ্ছে। পড়া-লেখার সুন্দর পরিবেশ হচ্ছে বিঘ্নিত। অধিকন্তু বিদ্যুৎ ঘাটতির মধ্যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যয়। বিদ্যুৎ দূর্ঘটনার শিকার হচ্ছে অনেক অমুল্যপ্রাণ। সেদিনও চিটাগাং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিটার ব্যবহার করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। এত কিছু ঝুঁকিপূর্ণ ঝামেলা, সমস্যা সত্ত্বেও এভাবে রুমে রুমে পাক করছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম সেই বন্ধুটির থেকে। তিনি জানালেন, ছাত্রাবাসগুলোর ডাইনিং হলের পাক এত নিম্ন মানের যা নাকি মুখে দেয়া যায় না। ডাইনিং হলে একাধারে কয়েক দিন খেলে এমনিতেই মাথা ভোঁ ভোঁ শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া ডাইনিং হলগুলোর চেয়ার টেবিল এমন অপরিষ্কার যে, সেখানে একবার কোন পোশাক নিয়ে গেলে সে অবস্থায় অন্য কোথাও যাওয়া চলে না। এ ধরনের বহু সমস্যা ও অসুবিধার কারণে ছাত্র বন্ধুরা নিজ নিজ কক্ষে হিটারে পাকের এ ঝুঁকি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। পরিণামে ডাইনিং হলে এখন আর ছাত্রদের সমাগম পূর্বের ন্যায় নেই। এভাবে আরো কিছুদিন চললে, ডাইনিং হল বন্ধ হয়ে যাবে। বেড়ে যাবে অসংখ্য ডাইনিং রুম। ঝরে যাবে অনেক ফুল সুশোভিত হওয়ার পূর্বেই। শিক্ষাঙ্গনগুলো যেহেতু পড়াশুনার প্রতিকূল পরিবেশের দিকে চলে যাচ্ছে। ভার্সিটিতে সেশন জাম। 'বারোটার ট্রেন কয়টায় ছাড়বে' উপ-বাক্যের ন্যায় ৮৫-র পরীক্ষা কোন সনে হবে ভার্সিটির নিত্যকার ব্যাপার। তাই নবাব স্যার সলিমুল্লাহর ন্যায় আরো অনেক মহামানবেরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে তৎকালিন পূর্ববঙ্গে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সে উদ্দেশ্যও ভেস্তে যাবে। জাতি বঞ্চিত হবে এক বিশাল উত্তরাধিকার থেকে। অতএব, দেশের সচেতন সকলেই এ সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান কামনা করতে বাধ্য। হল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে যদি একটু সচেতন হন; তাহলে ছাত্ররা আবার পড়া-লেখার সুযোগ পেতে পারে। মুক্তি পেতে পারে রুম ডাইনিং-এর ঝামেলা থেকে। প্রতিদিন হিটারে যে বিদ্যুৎ অপচয় হয়, সে বিদ্যুৎ জাতীয় উৎপাদনে সহায়ক হতে পারে। প্রতিটি হলের ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে— 'ডাইনিং ম্যানেজিং বোর্ড' গঠন করে ডাইনিং-এর খাবার উন্নত ও রুচি সম্মত ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

—হায়দার আলী নামাজপুরী
(এম·এম)
সাধারণ সম্পাদক
হলফুল ফুজুল ইসলামী
সমাজ কল্যাণ সংসদ
পোঃ নামাজপুর
জিলাঃ পিরোজপুর